ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের জীবন বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের নবজাগরণের সাথে, বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অসামান্য প্রতিভাধর বহুমুখী সাধনায় তপসিদ্ধ মনীষীদের অন্যতম কাজী মোতাহার হোসেন ১৮৯৭ সালে ৩০শে জুলাই শুক্রবার বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা ও তৎকালীন নদীয়া জেলার কুমারখালি (তৎকালীন ভালুকা) থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ী ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে।

কাজী মোতাহার হোসেনের পরিবারের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ধর্মীয় উপদেষ্টা ও বিচারক অর্থাৎ কাজী। তখন থেকেই কাজী তাঁদের বংশগত উপাধি হিসেবে চলে আসছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা দিল্লী থেকে জৌনপুর এসে বসবাস শুরু করেন। জৌনপুরের বিশিষ্ট আলেম, ধর্ম ও সমাজসংস্কারক মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী এঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাজী পরিবারের এই ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গী কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনযাত্রা, মানসিকতা ও চিন্তাধারাকে ফল্গুস্রোতের মত সঞ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করেছে। তৎকালীন বৃটিশভারতে মুসলিমদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার আন্দোলনের ঢেউ স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারের তটভূমিতে এসে আঘাত করেছিল। বাল্যকাল থেকেই কাজী মোতাহার হোসেন ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশে গড়ে উঠেছিলেন।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের পিতার নাম কাজী গওহরউদ্দিন ও মাতা বেগম তসিরুন্নেসা। চার ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেন সবার বড়।

জ্ঞানতাপস আত্মভোলা বিজ্ঞানী ও সাহিত্যরসপিপাসু ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই সব্যসাচী। একাধারে জ্ঞানচর্চা এবং খেলাধুলায় পারদর্শিতায় তাঁর সমকক্ষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশেষভাবে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে তাঁর মত এমন প্রাণবন্ত, সতেজ সরল ও বলিষ্ঠ [illegible] মননশীল কীর্তিমান পুরুষ প্রকৃতপক্ষে দুর্লভ। [illegible]

[illegible] স্কুলজীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রতিবারই তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক পরীক্ষা দিয়ে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ববঙ্গ ও আসাম জোনে প্রথম স্থান দখল করেন এবং মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম (সে বছর কেউ প্রথম শ্রেণী পায়নি) হবার গৌরব নিয়ে এম, এ পাস করেন।

এরপর থেকে তিনি পুরো কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এম, এ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ডেমনেষ্ট্রেটর বা জুনিয়র লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। এম, এ, পাস করার পর তিনি বিভাগীয় লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি বিভাগীয় প্রধান বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর পরামর্শে উপমহাদেশীয় সংখ্যাতত্ত্বের জনক ডঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের অধীনে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে-এ পরিসংখ্যান বিজ্ঞান পড়তে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব পড়ানোর ভার এরপর তাঁর ওপর অর্পিত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। বিশেষভাবে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে তাঁর জুড়ি ছিল না। এদেশে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের প্রবর্তক হিসেবে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর উদ্ভাবিত ও তাঁর নামে চলিত 'হোসেনস চেইন রুল' আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত ও প্রশংসিত।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে যেমন এদেশে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী তেমনি ক্রীড়া জগতে দাবা খেলায় তিনি এই উপমহাদেশে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। স্কুলজীবন থেকেই তিনি ফুটবল, লন টেনিস, ব্যাডমিন্টন দাবা, সাঁতার ও দৌড়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি লন টেনিস চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। দাবা খেলায় তাঁর সংগীদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র, নজরুল, সতীশ চন্দ্র আডডী (সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ন) কষান শীল প্রমুখ। তিনি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় "অল ইণ্ডিয়া চেজব্রিলিয়ান্স চ্যাম্পিয়নশীপ" প্রতিযোগিতায় ১০৩ নম্বরের ভিতর ১০১ নম্বর পেয়ে প্রথম হন। এ সময় তাঁকে 'মহারথী' উপাধি দেয়া হয়। বছরটা ১৯২৫ সাল। দাবা খেলায় তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'দাবাগুরু' খেতাবে ভূষিত হন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছর একনাগাড়ে তিনি অবিভক্ত বাংলা ও পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। সাঁতারেও তিনি বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ। তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ ও সমালোচনা অজস্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের প্রথম ও একমাত্র সমালোচনা গ্রন্থ 'সঞ্চরণ' ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বইখানির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুসলিম লেখক ও চিন্তাশীলদের নিয়ে গঠিত মুক্তবুদ্ধি গোষ্ঠির অন্যতম সংগঠক ও লেখক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের স্ত্রী সাজেদা খাতুনও সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর শ্বশুর ফয়েজুর রহমান ও দাদা শ্বশুর খানবাহাদুর ওলামাখান বাহাদুর আতাউর রহমান সাহেব উভয়েই শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী ছিলেন। সেই বংশের মেয়ে সাজেদা খাতুন সাহিত্যচর্চা করবেন তাতে বিচিত্র কি। ১৯২০ সালে তাঁর সাথে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের বিয়ে হয়। বিয়ের আগে তিনি বঙ্কিম চন্দ্রের রাধারাণী, দুর্গেশনন্দিনীর উপন্যাসের উর্দু তর্জমা করেন। তা বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়, বিয়ের পরও তিনি নজরুলের অনেক কবিতার উর্দু তর্জমা করেন। বিদূষী স্ত্রী বেগম সাজেদা খাতুন তাঁর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত (১৯৭৫ সালের ৭ই জুন) স্বামী ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের জ্ঞান সাধনার পথে অনুরূপ প্রেরণা যোগাতেন।

কাজী দম্পতির ৪ ছেলে ও ৭ মেয়ের মধ্যে এখন দু ছেলে ও ৬ মেয়ে জীবিত, তারা সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী। তার দু মেয়ে সনজিদা খাতুন ও ফাহমিদা খাতুন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সুপরিচিতা ও খ্যাতির অধিকারিণী। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন শুধু সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন না, সঙ্গীতেও তিনি একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। তার অপর দু মেয়ে শিক্ষয়িত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ছোট ছেলে কাজী নূরুদ্দিন মাহবুব হোসেন দাবা জগতে একটি সুপরিচিত নাম। বড় ছেলে কাজী আনোয়ার হোসেন জনপ্রিয় রহস্যোপন্যাস 'মাসুদ রাণা'র রচয়িতা।

বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর সাধনার স্বীকৃতি পেয়েছেন দেশবিদেশের জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বজ্জনের সভায়।

১৯৫০ সালে "ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্ট" বা "অনুসন্ধানের কাঠামো" বিষয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট (পিএইচডি) ডিগ্রী দেয়। তাঁর গবেষণাপত্রের পরীক্ষক তৎকালীন বিশ্বের সংখ্যাতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত স্যার রোনাল্ড ফিশার কাজী সাহেবের থিসিসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। গবেষণাক্ষেত্রে তিনি নতুন পন্থা 'হোসেন'স চেইন রুল' উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন ধরনের সমস্যা সমাধানের পথ দেখান। তাঁর এই উদভাবিত পন্থা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক প্রফেসর এমিরেটাস পদে নিযুক্ত করে। ১৯৭৪ সালে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কাজী মোতাহার হোসেনকে ডক্টর অব সায়েন্স (ডিএসসি) ডিগ্রী দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা দেয়া হয়। ওই বছর কুমিল্লার এক প্রগতিশীল সংস্থা তাঁকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত করে। মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার জন্য তাঁকে ১৯৭৭ সালে নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনি এসোসিয়েশন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনকে সম্মানীয় আজীবন সদস্যপদ দেয়।

প্রচণ্ডভাবে মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধি বিরল প্রতিভার অধিকারী ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন যথার্থভাবেই বাংলাদেশের আত্মার বাণীমূর্তি। নিরহংকার, শান্ত স্বভাব, সৌম্যদর্শন, ধর্মপ্রাণ এই মনীষীর জীবনধারা জ্ঞান-সাধনার নির্জনতার সাথে কোলাহল মুখরিত জীবনের এক অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। পেশীপুষ্ট ক্রীড়াঙ্গনের দক্ষতা ও প্রতিভার সাথে জ্ঞানের অচঞ্চল দীপ শিখা জ্বালিয়ে দীর্ঘপথ তিনি স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছেন। অপর কোন কৃতবিদ্য প্রতিভাধর পুরুষ যেখানে কখনও পৌঁছতে পারেনি। অলিম্পাস পর্বতের মতই তিনি বিরাট ও মহান।